

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উপাধ্যক্ষ এম. এ. শহীদ এমপি'র সঙ্গে মুখোমুখি

জনাব উপাধ্যক্ষ এম এ শহীদ এমপি। বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ। নির্বাচনী এলাকা মৌলভীবাজার ৪ কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল এলাকা থেকে পর পর তিনবার নির্বাচনে জয়লাভ করে হেট্রিক করেছেন। তিনি কমলগঞ্জ কলেজের জন্য লগ্ন থেকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে দেশ মাটি ও মানুষের কল্যাণে জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন এবং একটি সুন্দর দেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিরত সঞ্চার করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান উপাধ্যক্ষ এম.এ.শহীদে'র সঙ্গে নির্বাচন করে নির্বাচনে জামানত পর্যন্ত হারিয়েছিলেন। স্বৈরাচারী আন্দোলন থেকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ বর্তমান স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী স্বৈরাচারী খালেদা নিজামী তথা বিএনপি-জামাত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যার ভূমিকা রাজপথ থেকে সবখানে দেখতে পাওয়া যায় তিনি উপাধ্যক্ষ এম.এ শহীদ এমপি। সম্প্রতি তিনি এক সফরে ক্যানাডায় এসেছিলেন, এবং সেই সুযোগে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক আর্থসামাজিক, আন্দোলন, দুর্নীতিতে ডাবল হেট্রিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতা হয় যা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হলো। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সদেরা সুজন।



বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান উপাধ্যক্ষ এম. এ. শহীদে'র সঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সদেরা সুজন- ছবি শ্রাবনী দেবরায় মৌ।

►► সদেরা সুজনঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি দেশ ছেড়ে প্রবাসে সফরে আসার কারণ কি? এটা কি সরকারী কর্মসূচীর আওতায়?

►এম.এ.শহীদঃ গত ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ফিনলেন্ডের রাজধানী হেরথসিংকিতে অনুষ্ঠিত ওয়াল্ড ব্যাংকের মিনোলিয়াম ডেপোলাপমেন্ট গ্লোবের ওপর বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ফিনল্যান্ডে আসা, সেখান থেকে দেশে ফেরার পথে যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রসহ ক্যানাডায় বসবাসরত আমার ছাত্রছাত্রী শুভানুধ্যায়ীসহ আমার দলীয় নেতা-কর্মীদের আমন্ত্রণে এই সফর, তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়ে আসার কোনো কারণ নেই। ওয়াল্ড ব্যাংকের আমন্ত্রণ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে করায় দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থে আমাকে ফিনলেন্ডে যেতে হয়েছে। তাছাড়া দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বশেষ পরিস্থিতি উক্ত কনফারেন্সে তুলে ধরতে পেরেছি।

১১। **সদেৱা সূজনঃ** ২০০১ সালে আপনাদল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অবিশ্বাস্য ভৱাডুবির কাৰণ কি?

► **এম.এ.শহীদঃ** ২০০১ সালের নিৰ্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এৱ ভৱাডুবি হয়নি, ৪ দলীয় জোটের জোগসাজসে তত্ত্ববধায়ক সৱকাৱ ও নিৰ্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের বিজয়কে সূক্ষ্ণ কাৱচুপির মাধ্যমে ছিনতাই কৱে ৪ দলীয় জোট আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যেতে দেয়নি। স্মৰ্তব্য যে, শতকৱা ৪১ ভাগ আমাদেৱ আওয়ামী লীগ একক দল হিসাবে পেয়েছি আৱ ৪ দলীয় জোট পেয়েছে শতকৱা ৪৬.৭৬ ভাগ ভোট। ভোটের দিন দুপুৱে ১২টাৱ পৱ আওয়ামী লীগের পক্ষের ভোটৱৱা কেন্দ্ৰে প্ৰবেশ কৱতে পাৱেনি। ৪ দলীয় জোটের সন্ত্ৰাসীৱা ভোট কেন্দ্ৰ দখল কৱে নেয়। সংখ্যালঘুৱা তাঁদেৱ ভোটাদিকাৱ প্ৰয়োগ কৱতে পাৱেনি, সাৱাদেশে নিৰ্বাচনের আগেই সংখ্যালঘুদেৱ ওপৱ নিৰ্যাতন শুৰু কৱে দেওয়া হয়। সাৱা দেশে আৰ্মী-বিডিআৱসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধেৱ পক্ষের লোকদেৱ ওপৱ বিনাকাৱণে নিৰ্যাতন শুৰু কৱে যাতে নিৰ্বাচনে অংশ গ্ৰহণ না কৱতে পাৱে। এ সমস্ত কাৱণে আওয়ামী লীগকে জোৱ কৱে নিৰ্বাচনে হাৱিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও আপনাৱা দেখেছেন আওয়ামী লীগেৱ অসংখ্য প্ৰাৰ্থীকে নিৰ্বাচিত হিসেবে ঘোষণা দেৱাৱ কিছুক্ষণ পৱই তা পাৰ্লেট বিএনপি দলীয় প্ৰাৰ্থীকে জয়ী ঘোষণা কৱা হয়েছে।

১১। **সদেৱা সূজনঃ** এই ভৱাডুবির পিছনে আপনাদেৱ নেতা-নেত্ৰীৱা দায়ী নন কি? কাৰণ ক্ষমতায় গিয়ে আপনাৱা সাধাৱণ গ্ৰাম-গ্ৰামান্তৰেৱ দলীয় নেতা-কৰ্মী সমৰ্থকদেৱ প্ৰতি অবহেলা কৱেছেন দুৱে সৱিয়ে দিয়েছেন ফলে এমন ভৱাডুবির সম্মুখীন হয়েছে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত কৱেছেন, এতে আপনাৱ মতামত কি?

► **এম.এ.শহীদঃ** আমি আগেই বলেছি এটা আমাদেৱ ভৱাডুবি নয়। ক্ষমতায় থাকায় দলীয় কৰ্মীদেৱ সঠিক মূল্যায়ন কৱা হয়নি এটাও মনে হয় সঠিক নয়। তবে আমাৱ অভিমত এটা তা খন্ডন কৱা বা মূল্যায়ন কৱা আমাৱ পক্ষে সম্ভব নয়। একটি বড় ৱাজনৈতিক দল হিসাবে নেতা-কৰ্মীদেৱ মধ্যে নানা ধৰনের মতপাৰ্থক্য থাকে আৱ সে হিসাবে নিৰ্বাচনে কোন কোন এলাকায় কিছুটা প্ৰভাব পড়তে পাৱে। আমাৱ নিৰ্বাচনী এলাকায়ও দলেৱ অনেকেই ভুলকৱে আমাৱ বিৰুদ্ধে গিয়েছিলেন কিন্তু তাতে আমাৱ বিজয়েৱ উপৱ কোনো প্ৰভাব পড়েনি, যাঁৱা আমাৱ বিৰুদ্ধে গিয়েছিলেন তাঁৱা তাদেৱ বিগত দিনেৱ কৰ্মকাণ্ডে ভুল হয়েছে বলেই আৱাৱ দলে ফিৱেছেন আৱ এজন্যে আমি গৰ্ববোধ কৱি।

১১। **সদেৱা সূজনঃ** ২০০১ সালের নিৰ্বাচনের পৱ সাৱা দেশে চলছে অত্ৰতিৰোধ্য হত্যা-ধৰ্ষণ-নিৰ্যাতন, সন্ত্ৰাস-গ্ৰেনেড-বোমা হামলা, লুণ্ঠন-সংখ্যালঘু নিৰ্যাতন, দলীয়কৱনসহ সৰ্বকালেৱ সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনা। অথচো আপনাৱা এসব ঘটনাৱ বিৰুদ্ধে বৃহত্তৱ আন্দোলন গড়ে তুলতে পাৱছেন না, এটাৱ কাৰণ কি?

► **এম.এ.শহীদঃ** ২০০১ সালের নিৰ্বাচনের পৱ দেশব্যাপী ৪ দলীয় জোটের সন্ত্ৰাসীৱা দেশে যে ভয়াবহ তাণ্ডব চালায় তাতে সৱকাৱেৱ প্ৰত্যক্ষ মদদ ছিলো। না হলে আইন শৃঙ্খলা দায়িত্ব নিয়ন্ত্ৰণে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী তাদেৱ সঠিক দায়িত্ব নিতে কেন পাৱেনি? হত্যা-ধৰ্ষণ-নিৰ্যাতন এসবেৱ বিৰুদ্ধে আন্দোলন জমে উঠেনি এ তথ্য পুৰপুৰি সঠিক নয়। জনগণ ইতিমধ্যে এৱ দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে শুৰু কৱেছে। খালেদা-নিজামী সৱকাৱেৱ ব্যৰ্থতা, দুৰ্নীতি, অপশাসন এৱ বিৰুদ্ধে জগনেত্ৰী শেখ হাসিনাৱ নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে, ইনসাৱ্লাহ্ জনগণেৱ এ আন্দোলন সফল হবে। আন্দোলকে বেগবান কৱাৱ যা সকল প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৱয়েছে।।

১১। **সদেৱা সূজনঃ** দেখুন, ১৭ আগষ্ট ২০০৪ সালে ভয়াবহ গ্ৰেনেড হামলায় বিৰোধী দলীয় নেত্ৰীকে হত্যা কৱাৱ চেষ্টা কৱা হয়, হত্যা কৱা হয় আওয়ামী লীগ নেত্ৰী আইভী ৱহমানসহ অনেকেই, পৱবতীৰ্তে হত্যা কৱা হয় আন্তৰ্জাতিক ব্যক্তিত্ব আওয়ামী লীগেৱ দলীয় সাংসদ এসএম কিবৱিয়া, কিন্তু একেৱ পৱ এক এত বড় বড় ঘটনা হওয়ার পৱও বিৰোধী দল দুৰ্বাৱ কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পাৱেনি এটা আপনাদেৱ ব্যৰ্থতা নয় কি?

► **এম.এ.শহীদঃ** ২১ আগষ্টে বোমা হামলাৱ পৱ তীব্ৰ আন্দোলন কৱতে পাৱিনি এটা আৰ্থিক হলে সঠিক। তবে সৱকাৱেৱ পুলিশ বিডিয়ার আৱ ৱ্যাব দ্বাৱা এ আন্দোলনকে কঠোৱ ভাবে দমন কৱায় খালেদা নিজামী সৱকাৱেৱ প্ৰচেষ্টা কোনো সময়ই থেমে থাকেনি। ২১ শে আগষ্ট যে সমাবেশে বোমা/গ্ৰেনেড হামলা হল সেই সমাবেশে প্ৰায় ৬ শতাধিক পুলিশ বিডিয়ার ও অন্যান্য বাহিনীৱ লোক নিৱাপত্তাৱ দায়িত্বে ছিল। তাদেৱ উপস্থিতিতে এতবড় জঘন্য কাজ সন্ত্ৰাসীৱা কৱলো তাৱা কেন গ্ৰেনেড হামলাকাৱী ধৰতে পাৱলনা? এতেই প্ৰমানিত হয় খালেদা নিজামী সৱকাৱেৱ প্ৰত্যক্ষ মদদে এ গ্ৰেনেড হামলা কৱা হয় শেখ হাসিনাকে হত্যাৱ উদ্দেশ্যে। শেখ হাসিনা সংসদে বিৰোধী দলীয় নেতা তাৱ উপৱ যখন প্ৰাণ নাশেৱ হামলা হল তখন সৱকাৱ নিৰ্বিকাৱ, শুধু তাইনা ঐদিন গ্ৰেনেড হামলায় আইভী ৱহমান সহ আৱও ২২ জনেৱ প্ৰানহানি ঘটাল সৱকাৱ এ ব্যাপাৱে তাৱ কোন প্ৰতিকাৱ কৱতে পাৱেনি। এৱ বিৰুদ্ধে, এ সৱকাৱেৱ বিৰুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত ৱয়েছে। এছাড়া জননেতা কিবৱিয়া হত্যা জননেতা আহসান উল্লা মাষ্টাৱ হত্যাৱ কোন সুষ্টু বিচাৱ হয়নি। এসব কিছুৱ জন্য সৱকাৱই দায়ী। হ্যাঁ আমৱা দুৰ্বাৱ আন্দোলন হয়তো বেগবান হয়নি তবে জনমত এ সৱকাৱেৱ বিৰুদ্ধে চৰমে পৌঁছেছে। একটি সুষ্টু নিৰ্বাচনেৱ সুযোগ পেলে ৪ দলীয় জোট সৱকাৱ এ ধৰনের সন্ত্ৰাসী কাৰ্যকলাপেৱ দেশেৱ আপমৱ জনগণ দাতভাঙ্গা জবাব দেবে।

১১। **সদেৱা সূজনঃ** আপনাৱা বৰ্তমানে যে ১৪ দল গঠন কৱেছেন তা কি অদূৱ ভবিষ্যৎ পৰ্যন্ত টিকে থাকবে? আন্দোলন বেগবান হবে বলে আপনি মনে কৱেন কি? অনেকেই বলছেন জাতীয় সংসদেৱ আসন ভাগাভাগি নিয়ে জোট ভেঙ্গে যেতে পাৱে এব্যাপাৱে আপনাৱ অভিমত কি?

► **এম.এ.শহীদঃ** হ্যাঁ ১৪ দলেৱ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বৰ্তমান দুৰ্নীতিবাজ খালেদা নিজামী সৱকাৱ পতনেৱ লক্ষে আমি মনে কৱি এটা একটা মাইল ফলক। জাতীয় সংসদেৱ আসন ভাগাভাগি প্ৰশ্নে জোট ভাঙ্গাৱ প্ৰশ্নই উঠেনা কাৰণ জোট হয়েছে আন্দোলনেৱ ইস্যুকে নিয়ে সৱকাৱ পতনেৱ প্ৰশ্নে। তত্ত্বাবধায়ক সৱকাৱুও নিৰ্বাচন কমিশন সংস্কাৱ এৱ ১৪ দলেৱ যে আন্দোলন চলছে এটা বাস্তবায়ন হলে পৱে নিৰ্বাচনেৱ প্ৰশ্ন আসবে।

১১। **সদেৱা সূজনঃ** আমৱা দেখতে পাচ্ছি সাৱাদেশে আওয়ামী লীগ বিভক্ত বলতে গেলে বহুদা বিভক্ত। এটাৱ কাৰণ কি? আপনাৱা কি মনে কৱেন না এটা আগামী নিৰ্বাচনে দলেৱ বৈতৱনী পাৱ হওয়া অনিশ্চিত কিংবা ছমকিৱ মুখোমুখি নয় কি?

► **এম.এ.শহীদ:** সারা দেশ আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত! এটা সঠিক নয়। আওয়ামী লীগ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বহু ধরনের মতামত থাকতে পারে এর অর্থ এই নয় যে, দল দ্বিধা বিভক্ত! আগামী নির্বাচনে জয় লাভের উদ্দেশ্যে দলের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা দূর করার জন্য শেখ হাসিনার নির্দেশে দলকে ক্রমান্বয়ে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। ওয়ার্ড, থানা, জেলা পর্যায়ে দলকে সাংগঠনিক ভাবে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে। দলের বিভিন্ন শাখায় সন্মেলন ইতি মধ্যে শেষ হয়েছে, বাকিগুলো খুব সহসাই শেষ হবে। আশা করি গঠনগতভাবে সকল কাজ সমাপ্ত হলে দলের মধ্যে কোন দ্বিধাদন্দ থাকবে না।

► **সদেয়া সূজন:** ঢাকার সাবেক মেয়র এবং আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা মোহাম্মদ হানিফ বলেছেন ‘ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কিছুই নেই’ এবং দলের গঠনতন্ত্র বদলানোর দাবি তুলেছেন। আমাদের প্রশ্ন আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাসী একটি অসাম্প্রদায়িক দল কিন্তু এই দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এমন উক্তি করে দলকে আরো বিভক্ত করে ধ্বংসের মুখোমুখি নিতে চাচ্ছেন বলে অনেকেই অভিমত দিচ্ছেন। আপনার মতামত কি? এবং তাঁর উক্তি যদি সত্যি না হয় তবে তাঁর বিরুদ্ধে দল গঠনতাত্ত্বিক উপায়ে কেন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না কেন?

► **এম.এ.শহীদ:** ঢাকার সাবেক মেয়র সম্প্রতি যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তা তার ব্যক্তিগত অভিমত। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র খুবই স্টু তাই এ ব্যাপারে দলের কোন নেতা তার ব্যক্তিগত কোন মতামত দলের উপর চাপানোর সুযোগ নেই। ধর্ম নিরপেক্ষ মূল কথাই বলা হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা। তাই তাঁর কোন মন্তব্য দলকে বিভক্ত করার উৎসাহ যোগাবে তা আমি বিশ্বাস করি না। দলের কার্যনির্বাহী সভায় হয়তো তার এ ধরনের বক্তব্য আলোচনা হতে পারে।

► **সদেয়া সূজন:** দেশ এখন মৌলবাদী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি। বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্র এখন তাদের দখলে। বলতে গেল বাংলাদেশের সবকিছু এখন তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। আপনি কি মনে করেন এদের দখল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা যাবে?

► **এম.এ.শহীদ:** দেশের বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকার মৌলবাদীদের লালন করছে ফলেই দেশের সর্বত্র আজকে বোমার দখলে। বাংলা ভাই জে এমবি সবই খালেদা নিজামী জোট সরকারের সৃষ্টি। ১৭ আগস্টের বোমা হামলা তারই প্রমাণ। অতএব এই সরকারের পতন হলেই এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মৌলবাদ বিরোধী সরকার গঠনের মাধ্যমে বোমাবাজ মৌলবাদীদের দখল মুক্ত হবে। আর তা বেশী দূরে নয়।

► **সদেয়া সূজন:** বর্তমান নির্বাচন কমিশনার(সিইসি), সদ্য নিযুক্ত নির্বাচন কর্মকর্তা, আগামীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হওয়ার সম্ভাব্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিসহ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তারা একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং বিতর্কিত হওয়া স্বত্ত্বেও আপনারা তাদের অধীনে নির্বাচনে যাবেন কি?

► **এম.এ.শহীদ:** ১৪ দলের পক্ষ থেকে স্টু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানে আমাদের দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার, নির্বাচন কমিশন সংস্কার, দলীয় লোকদের নির্বাচনে যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল এ সমস্ত দাবী পূরণ না পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নই উঠেনা।

► **সদেয়া সূজন:** যদি নির্বাচনে না যান, তাহলে আপনারদের পরবর্তী পরিকল্পনা কি হবে? আপনারদের প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নাম এবং নির্বাচন সংস্কারের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

► **এম.এ.শহীদ:** দাবী পূরণ হলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। অবৈধ ভাবে এদেশে কোন নির্বাচন জনগণ করতে দিবেনা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ প্রধান উপদেষ্টা? নিয়োগ উপদেষ্টা মন্ডলী মিলে সমস্ত বাহিনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের অধীনে ন্যাস্ত, স্বচ্ছ ভোটের তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন কমিশনে দলীয় লোক নিয়োগ বাতিল এর মাধ্যমে সংস্কার সম্ভব।

► **সদেয়া সূজন:** আপনারা আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় যেতে পারবেন কি?

► **এম.এ.শহীদ:** হ্যাঁ, অবশ্যই আগামীতে স্টু নির্বাচন হলে জনগণ আমাদের পক্ষে রায় দিবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বর্তমান খুন্সী সরকার পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নেই।

► **সদেয়া সূজন:** দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

► **এ.এ.শহীদ:** দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারলে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সম্ভাবনাময় এ বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনায় সমুন্নত রাখতে হলে স্বাধীনতার ইতিহাসকে সঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা গড়া’, এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

► **সদেয়া সূজন:** ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরীপে বাংলাদেশ পঞ্চমবারের মতো শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যা প্রবাসীরা কলঙ্কিত হচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি, আপনারা আবার ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী কোন প্রদক্ষেপ নিবেন যা বিশ্ব কলঙ্ক থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পাবে, দয়া করে এব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

► **এম.এ.শহীদ:** বর্তমান সরকার দুর্নীতিতে চম্পীয়ন এবং প্রমাণ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট। সরকার, সরকার প্রধান ও তার পরিবার দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ্য যে, জিয়া পরিবারের ভাস্ক স্ট্রাকচার। ছেঁড়া গেঞ্জির মধ্যে থেকে এত সম্পদ বাহির হয়ে আসলো কেমনে দেশে বিদেশে সম্পদ প্রচারসহ হাওয়া ভবনের দুর্নীতি আজ সর্বজন বিদিত। অতএব ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট এর মাধ্যমে এ সরকার এর দুর্নীতির চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণ ভাবে ক্ষুন্ন করেছে।

আমরা ক্ষমতায় গেলে সরকারের সচ্চতা, জবাবদিহিতা সংসদের মাধ্যমে নিশ্চিত করে দুর্নীতি রোধ করতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি। দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে দুর্নীতি দমনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

►► **সদেরা সজ্জনঃ** আপনার নির্বাচনী এলাকা মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল থেকে আপনি ৩ বার নির্বাচিত হবার পর এলাকার উন্নয়নে আপনি কি কি ভূমিকা রেখেছেন, দয়াকরে তা বলবেন কি?

► **এম.এ. শহীদঃ** আমার নির্বাচনী এলাকায় বর্তমান সরকার কোন উন্নয়ন বরাদ্দ দিচ্ছেনা। বর্তমান অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ও তার পুত্র নাসির রহমান আমার নির্বাচন এলাকাকে কালো তালিকাভুক্ত করে কোন উন্নয়ন করতে দিচ্ছেনা। আমি আমার দল ও শেখ হাসিনার আমলে সামান্য যে উন্নয়ন করেছিলাম সে উন্নয়নের কোন সংস্কার করতে দিচ্ছেনা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমার এলাকায় যে উন্নয়ন হয়েছে তা বোধহয় অর্ধশতাব্দীতেও হয়নি। কিন্তু দুঃখজনক বর্তমান সরকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট স্মৃতিফলক মাদ্রাসা মসজিদ মন্দির এর কোন উন্নয়ন বরাদ্দ দিচ্ছেনা। আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণ আমাকে শত বাধা বিপত্তির মধ্যে পুনরায় নির্বাচিত করে ফলে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে সংসদে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেছেন বিরোধী দলের চিপ হুইপ নিযুক্তির মাধ্যমে। জনগণ আমাকে নির্বাচিত করায় এলাকায় ভাবমূর্ত্তি দেশ ও বিদেশে তুলে ধরায় যে প্রয়াস পেয়েছি তা অব্যাহত রাখতে চাই। কালো টাকা ও পুন দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে আমার এলাকাটাকে মুক্ত রাখতে আমি এলাকাবাসী সকলের আন্তরিক সহযোগীতা সাহায্য কামনা করছি। আগামীতে আবার নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করতে পারলে এলাকায় সকল সমস্যা অপসারণের বিহিত সমাধান করব ইনশাআল্লাহ।

►► **সদেরা সজ্জনঃ** প্রবাসীদের জন্য দেওয়া আপনার মূল্যবান অভিমতের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

► **এম.এ. শহীদঃ** কানাডা প্রবাসী সকল বাংলাদেশীদের জানাই সৎখামী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।